মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক), কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও ইয়ুথ ফোরামের আয়োজনে সোমবার সকাল ১০টার দিকে বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে দুই হাজার ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

ইসলামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছাঃ নুরুন্নাহার, ইসলামনগর হোসাইনীয়া দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা আবুল কালাম, মউক-এর সিনিয়র ম্যানেজার সাদ আহমদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রখো, ওয়াচ সদস্য রুহুল আমিন ও আবু তাহের।

অনুষ্ঠানে ইসলামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসলামনগর দাখিল মাদরাসা, ইসলামনগর নুরানি মাদরাসা ও খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে চারা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রোগ্রাম অফিসার আশিক বিল্লাহ ও চাঁদতারা।

ঝিনাইদহে গাছের চারা রোপন ও বিতরণ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ঝিনাইদহে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার (২৩ জুলাই) সকালে শহরের জাবেদা খাতুন একাডেমিতে এ কার্যক্রমের উব্দোধন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান জেলা শিক্ষা অফিসার আনন্দ কিশোর শাহা এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

সেসময় জেলা তথ্য অফিসার আব্দুর রউফ, সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার আমজাদ হোসেন, জাবেদা খাতুন একাডেমির প্রধান শিক্ষক সরিফুজ্জামানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপণ করার পর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

সড়কে গাছ ফেলে কোটচাঁদপুরে ছিনতাইয়ের অভিযোগ

সড়কে গাছ ফেলে কোটচাঁদপুরে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকালসোমবার রাতে উপজেলার রামচন্দ্রপুর-লক্ষীকুণ্ড গ্রামের সড়কে এ ছিনতাই হয়।

ভুক্তভোগী মেহের মালিতা বলেন, আমার ছেলের ছেলে মিনহাজ (৩) কে নিয়ে যশোর গিয়েছিলাম ডাক্তার দেখাতে। এ সময় আমার সঙ্গে ছিল ছেলের বউ তামান্না খাতুন, বেয়াই ফারুক হোসেন। আর আমাদেরকে এগিয়ে নিতে কোটচাঁদপুর গিয়েছিল আমার ভাই মোগরব মালিতা, ভায়েরা মিঠু মালিতা, ভ্যানচালক রেজাউল ইসলাম ও হাসান আলী। এ ছাড়া ছিলেন আমাদের গ্রামের হায়দার মিস্ত্রি।

তিনি আরও বলেন, তখন রাত ১১টা ৫০ মিনিট। কোটচাঁদপুর থেকে আমরা রওনা দিই। পথিমধ্যে রামচন্দ্রপুর-লক্ষীকুণ্ড গ্রামের সড়কের চামতলা মাঠে পৌঁছালে সড়কের উপর গাছ পড়ে থাকতে দেখি। এ সময় গাড়ির গতি রোধ করতেই বাগানের মধ্য থেকে ৫/৬ জন দা হাতে বেরিয়ে আসে। এরপর বউমা আর নাতি ছেলেকে ছাড়া আমাদের সবাইকে বেঁধে রেখে নগদ ১৫ হাজার টাকা, দুটি কানের দুল ছিনিয়ে নেয়।

পরে অপেক্ষা করে পথচারী আসার। কিছুক্ষণ পরে বলরামপুরের সেলিম রেজা ও সুমন নামের দুই ব্যক্তি ঘটনাস্থলে আসেন। তাদের কাছ থেকেও টাকা ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের সবাইকে ছেড়ে দেয়।

তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা ভয়ে থানায় কোনো অভিযোগ করিনি।

তবে জানতে পেরেছি ঘটনাটি নিয়ে সেলিম রেজা থানায় অভিযোগ করেছেন।

সেলিম রেজা বলেন, ওই সময় ব্যবসার কাজ শেষ করে মোটরসাইকেলযোগে কোটচাঁদপুর শহর থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। পথিমধ্যে আমাকে আটকে রেখে নগদ ৫০ হাজার ৩শ’ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ বিষয়ে আমি থানায় অভিযোগ করেছি।

এ ব্যাপারে সাবদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার বিষয়ে আমার জানা নেই। আর ওই এলাকা আমার দায়িত্বভুক্ত নয়। আমি গেল রাতে কুশকুড়ি মাঠে ডিউটিতে ছিলাম।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, ঘটনাটি আমি জেনেছি। এ ঘটনায় সেলিম নামের একজন থানায় অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্তের পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, এটি কোনো ছিনতাই বা ডাকাতির ঘটনা নয়, একে দস্যুতা বলা যায়। আর এর আগে যে ঘটনা ঘটেছিল, সে ব্যাপারে কেউ কোনো অভিযোগ করেনি।

মেহেরপুরে কৃষি প্রণোদনার বীজ, সার ও গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের খরিফ-২ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনার আওতায় বিনামূল্যে গ্রীষ্মকালীন সবজির বীজ, রাসায়নিক সার এবং চারা বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় সদর উপজেলা পরিষদ হল রুমে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফারুক উদ্দিন, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আঁখি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রাকিব উদ্দিন এবং উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জাকারিয়া পারভেজ প্রমুখ।

উপজেলা কৃষি অফিস থেকে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলায় মোট ১ হাজার ৬৮০ জনকে ৫ কেজি করে বীজ, ১০ কেজি করে ডিএফপি সার, ১০ কেজি করে এম ও পি সার, ১ হাজার ৫০ টি নারকেলের চারা, ২৫০ জনকে আমের চারা, ২ হাজার ৫শ জনকে নিম, বেল, জাম, কাঁঠালের চারা, ১ হাজার কলাচাষীর মধ্যে ১০ কেজি ইউরিয়া সার, ২০ কেজি করে ডিএপি, ১০ কেজি করে এম ও পি, ১০ কেজি জিং সালফেট, ১ কেজি করে, ১ কেজি করে বোরন সার, ১২ কেজি বালাই নাশক এবং ৫শ জনকে সারসহ তালের চারা বিতরন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

মুজিবনগর কৃষি অফিসের আয়োজনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার ২৯ জুন সকাল ১০টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মমিনের সভাপতিত্বে এ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল। তিনি উপজেলার বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে চারা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

পরে উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে মুজিবনগর স্বাধীনতা সড়কের দুই পাশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। সেখানে মোট ১২০টি তাল গাছের চারা রোপণ করা হয় (প্রতিটি পাশে ৬০টি করে)।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এবং সহমর ফারুক প্রিন্স।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল বলেন, “সময় স্বল্পতার মাঝেও এ বছর আমাদের প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগানোর একটি ইচ্ছা ছিল, যার সূচনা হলো কৃষি অফিসের এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে।”

উল্লেখ্য, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণের জন্য চারা বিতরণ করা হয়েছে।

পরিবেশ রক্ষায় প্রত্যেকের উচিত অন্তত ১০টি করে গাছ রোপণ করা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী উদ্যোগে এক হাজার বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকেল ৪টায় জীবননগর উপজেলায় আয়োজিত এ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমীন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রুহুল আমীন বলেন, “চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ৫০ হাজার গাছের চারা বিতরণের একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে আজ জীবননগর উপজেলা ও পৌর জামায়াতের মাধ্যমে ১ হাজার চারা বিতরণ করা হলো।”

তিনি আরও বলেন, “জামায়াতে ইসলামী শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থাকে না, বরং মানুষের কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দিয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করে। বর্তমানে পরিবেশের ভারসাম্য মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। আষাঢ়ে বৃষ্টি নেই, শীতকালে শীত নেই, গ্রীষ্মকালে তীব্র তাপদাহ। এই অবস্থায় বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলতে বেশি বেশি গাছ লাগানো অপরিহার্য।”

রুহুল আমীন বলেন, “আমরা গাছ কাটব, এতে সমস্যা নেই; তবে একটি গাছ কাটলে কমপক্ষে ১০টি গাছ লাগানো আমাদের দায়িত্ব। নিজেদের আঙিনা,

জমি কিংবা বাসস্থানেই গাছ লাগিয়ে আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য একটি জেলা গড়ে তুলতে পারি। জামায়াতে ইসলামী সেই দায়িত্ববোধ থেকেই আজকের এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।”

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা তালিমুল কুরআন শিক্ষা বিভাগের সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দীন, জেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক জিয়াউল হক, জেলা উলামা বিভাগের সভাপতি মাওলানা ইসরাইল হোসেন, জেলা মাজলিসুল মুফাসসিরিন পরিষদের সভাপতি মাওলানা হাফিজুর রহমান, জেলা পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক খলিলুর রহমান, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মাহফুজুর রহমান, জীবননগর উপজেলা আমীর মাওলানা সাজেদুর রহমান, নায়েবে আমীর হাফেজ বিল্লাল হোসেন, উপজেলা সেক্রেটারি সাখাওয়াত হোসেন, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা আবু বকর, উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি মাজেদুর রহমান লিটন, পৌর সভাপতি আরিফ হোসেন, জামায়াত নেতা হাফেজ হাসানুজ্জামান প্রমুখ।

মেহেরপুরে গাঁজা গাছসহ ২ জনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী

মেহেরপুরের মুজিবনগরে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা। শুক্রবার (৯ মে) রাত ১১ টার দিকে দারিয়াপুর গ্রামে একটি গবাদি পশুর খামারে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন সাইজের ৫ টি গাঁজাগাছ ও ২০ গ্রাম গাঁজাসহ তাদেরকে আটক করা হয়।

আটকরা হলো উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার গোলাম হোসেনের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩৩) এবং একই গ্রামের পশ্চিম পাড়ার হযরত আলীর ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৩৩)।

সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, শনিবার (১০ মে) সকাল ১০ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে একটি গবাদিপশুর খামারে গাঁজা গাছের চাষ হচ্ছে এমন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের লেফটেন্যান্ট মিনহাজের নেতৃত্বে একটি টিম শুক্রবার

দিবাগত রাত ১১ টার সেখানে অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে খামারের মালিক সাদ্দাম হোসেন ও তার কর্মচারী দেলোয়ার হোসেনকে আটক করা হয়। তাদের দেয়া তথ্য মতে, বিভিন্ন সাইজের ৫টি গাঁজা গাছ, ২০ গ্রাম গাঁজা,গাঁজা সেবন প্রস্তুতের সরঞ্জাম (কাঁচি ও কাঠি), নগদ ৫ হাজার টাকা এবং পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়।

সাদ্দাম হোসেন গবাদি পশুর খামার পরিচালনা এবং কৃষি জমিতে চাষাবাদের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে গাঁজা চাষ করে আসছে বলে জানায় সেনা বাহিনী।

শৈলকুপায় সরকারি গাছ কেটে নিলো বিএনপি নেতা!

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার সারুটিয়া ইউনিয়নে প্রকাশ্যে সরকারি জায়গার গাছ কেটে নিয়েছে স্থানীয় এক বিএনপি নেতা।

গতকাল শনিবার সকালে কাতলাগাড়ী-লাঙ্গলবাধ সড়কে কাতলাগাড়ী বালিকা বিদ্যালয়ের জিচে সেচ খালের পাড়ের মেহগনি গাছ কেটে নিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে শৈলকুপার সারুটিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বাবলু ও তার ভাই পল্টু এবং চাচা শৈলকুপা নাগরিক কমিটির সভাপতি আব্দুল মজিদ মাস্টার গাছটি কেটে নিয়েছে।

সকালে ঘটনার সংবাদ সংগ্রহে গেলে শৈলকুপা প্রেসক্লাবের সদস্য রাজিব মাহমুদকে গালিগালাজ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করারও চেষ্টা করে অভিযুক্তরা।

এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ওই এলাকার দ্বায়িত্বে থাকা কার্যসহকারী রশীদ হোসেন বলেন, “যদি গাছটি তাদের জায়গায় হয়ে থাকে, তাহলে তা কাটতে পারবে। তাছাড়া সরকারি জায়গার গাছ কাটার কোন অধিকার নেই। গাছ কাটলে আমি আমার অফিসকে জানাবো। তারা তাদের মত ব্যবস্থা নিবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কাতলাগাড়ী বাজারের এক ব্যবসায়ী বলেন, দিনের

আলোয় সরকারি জায়গা থেকে গাছ কেটে নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এই বাবলু এলাকায় এর আগেও এমন কাজ করেছে। সকালে পুলিশ এসেছিলো কিন্তু তারাও গাছ কাটা বন্ধ করতে পারেনি।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান ও কাতলাগাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই রবিউল ইসলামকে একাধিকার ফোন দেওয়া হলেও তারা ফোন রিসিভ করেন নি।

অভিযোগের বিষয়ে বিএনপি নেতা বাবুল বলেন, গাছটি আমাদের লাগানো। আর পানি উন্নয়ন বোর্ড আমাদের গাছ কাটার অনুমতি দিয়েছে বলেই কেটেছি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী কাজী মহসীন উদ্দিন বলেন, আমাদের জায়গার গাছ আমরা কি করে কাটার অনুমতি দিব। উনারা আমাদের কাছ থেকে কোন অনুমতি নেয়নি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাছ কেটে নিলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব।

ঝিনাইদহে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা, আহত ৬

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়, এতে অন্তত ছয়জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) সকালে উপজেলার নস্তি এলাকার একটি ইটভাটার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পূর্বাশা পরিবহনের একটি বাস ঘটনাস্থলে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এসময় বাসে থাকা যাত্রীদের মধ্যে অন্তত ছয়জন যাত্রী আহত হন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মহেশপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপ-সহকারী কমিউনিটি

মেডিকেল অফিসার আসহাবুস শহীদ বলেন, আহতদের মধ্যে চারজন চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরে গেছেন। দুজন হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আহতদের অবস্থা গুরুতর নয়।

ঝিনাইদহে স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ২নং মধুহাটি ইউনিয়নের চোরকোল গ্রামের পূর্বপাড়ায় রাস্তার পাশের প্রায় অর্ধলাখ টাকা মূল্যের একটি সরকারি গাছ কেটে বিক্রি করেছেন মামুন মল্লিক (৪০) নামে এক স্কুল শিক্ষক। তিনি ওই গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে এবং সদর উপজেলার ১৬নং চন্ডীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, এলজিইডি’র (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) আওতায় নির্মিত সড়কের পাশে থাকা একটি বড় কড়াই গাছ কেটে বিক্রি করা হয়েছে। জানা গেছে, মামুন মল্লিক বন বিভাগ বা এলজিইডি থেকে কোনো অনুমতি না নিয়েই গাছটি কেটে ফেলেন। স্থানীয়রা বাধা দিলেও তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে গাছটি কেটে এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেন।

গ্রামবাসীরা জানান, পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটির সুযোগ কাজে লাগিয়ে মামুন মল্লিক গাছটি কেটে ফেলেন। গাছটির বাজারমূল্য আনুমানিক অর্ধলাখ টাকা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় ব্যক্তি জানান, মামুন মল্লিক শুধু সরকারি গাছই নয়, সম্প্রতি একই গ্রামের গোলজার হোসেনের পৈত্রিক জমি থেকে প্রভাব খাটিয়ে জোরপূর্বক ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি কড়াই গাছও কেটে নিয়েছেন। গোলজার হোসেন মামুনের ভয়ে এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ করতে সাহস পাননি।

এমন কর্মকাণ্ডে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ বিরাজ করছে। সচেতন মহলের প্রশ্ন একজন শিক্ষক হয়ে কীভাবে সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির গাছ কেটে নেওয়া যায়?

স্থানীয় বাজার গোপালপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মাজহারুল ইসলাম জানান, “৪ এপ্রিল সকালে এসিল্যান্ড স্যারের মাধ্যমে জানতে পারি যে চোরকোল গ্রামের মামুন মল্লিক সরকারী গাছ কেটে নিচ্ছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেলে তিনি আমার কোনো কথায় কর্ণপাত না করে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং বলেন, ‘আপনি কি আগের পুলিশ? কিসের এসিল্যান্ড? তাকে ফোন দেন, আমি কথা বলবো।’

এ বিষয়ে মামুন মল্লিকের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি এক সাংবাদিকের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে বলেন, “আমি আমার পৈত্রিক জমি থেকে গাছ কেটেছি, এটি সরকারি রাস্তার গাছ নয়।” এরপর তিনি ফোনটি কেটে দেন।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস জানান, “সরকারি গাছ কেটে নেওয়া বা বিক্রি করার কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”